রাজনীতিবিদ সকলেই দায়ী। গতকাল শুক্রবার বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

অধ্যাপক আজগর বলেন, যদি আমরা নকলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিতাম তাহলে নকল আরো বেশি হতো। তিনি বলেন, আমাদের যে কেন্দ্র সংখ্যা তার হিসাবে দেখা

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নকলের জন্য ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক, প্রশাসন সকলেই দায়ী

বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান

কাগজ ডেস্ক : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলী আজগর বলেছেন, আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নকল নামক যে রোগের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য প্রশাসনসহ ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

নকলের জন্য ছাত্র-শিক্ষ

ভোরের কাগজ

২২/৩/৮৮

ভবিষ্যতে প্রতি উপজেলায় মাত্র একটি করে কেন্দ্র রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতিও পরিবর্তন করার চিন্ত

আজগর বলেন, যে কেন্দ্রগুলো ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা বাতিল করিনি। তবে এ বছর কোথায় কোথায় নকল হচ্ছে তা শনাক্ত করা হবে এবং

যে কেন্দ্রগুলোতে নকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে কেন্দ্রগুলো বাতিল করা হয় না কেন— এই প্রশ্নের জবাবে আলী

● প্রথম পাতার পর যায় কেন্দ্রগুলোর ১ শতাংশে নকল হচ্ছে। তবে এর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রীক্ষার প্রথম দিনেই ইংরেজি প্রথমপত্র রীক্ষা চলার সময় ৭ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীকে নকল করার অভিযোগে হিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে শের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে।

রাগ সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসন কলেই জড়িত। এর পরিবর্তন হঠাৎ করে রা যাবে না বলেও তিনি মত প্রকাশ রেন। এতে ২/৪ বছর সময় লাগতে রে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক আলী আজগর বলেন, তবে কল একেবারে কমেনি তা ঠিক নয়। সব কেন্দ্রগুলোতে নকল হয়েছে সেসব ন্দ্রগুলোতে বহিষ্কার বেশি হয়েছে। এর নে হলো আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

... হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বা প্রশ্ন তৈরি করার যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি, যোগ্য শিক্ষক তৈরি করার যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে তা কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষক আছে তাদেরকে রাতারাতি প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। এটি একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি আরো বলেন যে, আসলে দীর্ঘদিনে নকলের যে